

ঘুমের দেশে রাজকুমার

অনিবুদ্ধ দেব



ধ্রুবকেশবাল ফোলাসি

৩৫সি, চাউলপট্টি রোড

কলকাতা - ৭০০০১০

এক দেশে এক রাজা ছিল। তার এক ছেলে ছিল। রাজকুমার। রাজকুমার
খুব ভালো ছিল। সবাই তার খুব প্রশংসা করত, তাকে খুব ভালোবাসত।





একদিন রাজপুত্র ভাবল, “আমি দেশভ্রমণ করতে যাব। অনেক দেশে ঘুরব, দেখব, সেখানে কী কী পাওয়া যায়।”

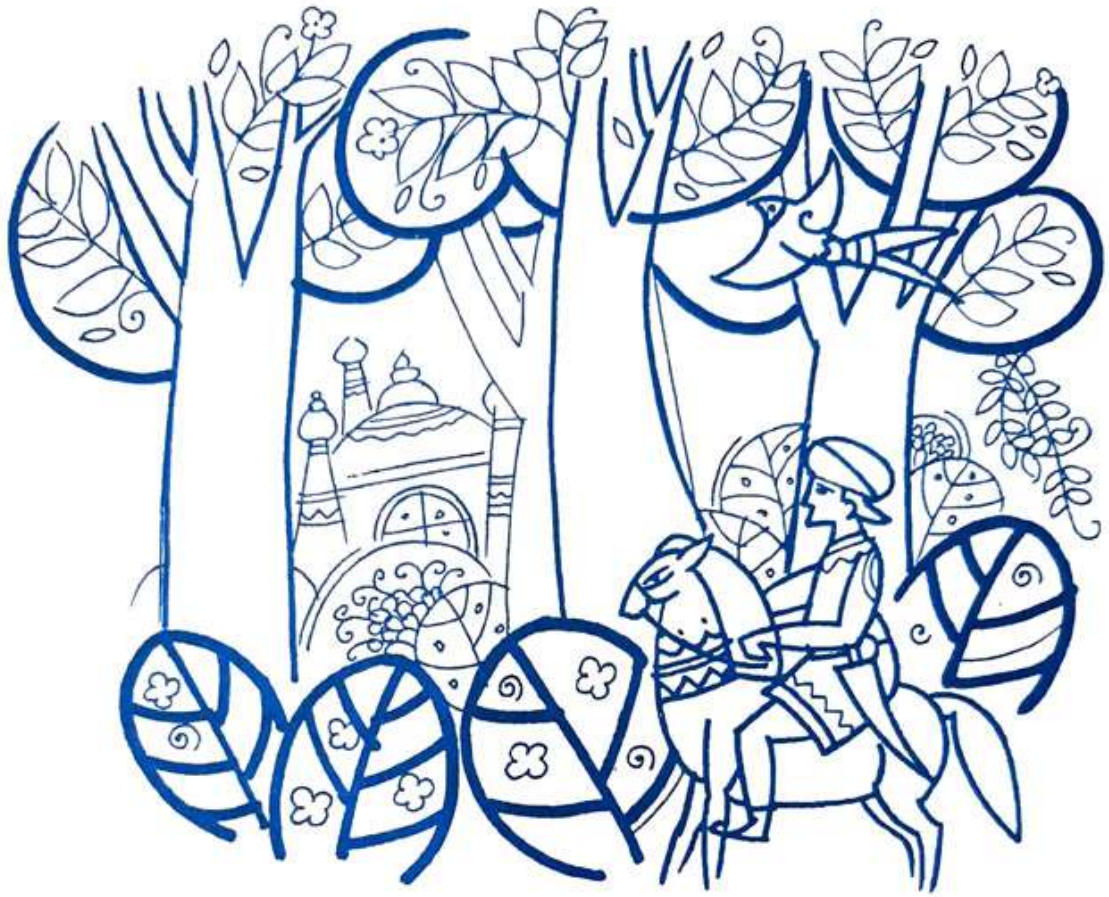
তাই শুনে রাজ্যের সব লোকের মন খারাপ হল, রানি এতই দুঃখ পেল যে তাঁর খাওয়া-দাওয়া, ঘুম সব চলে গেল। শুধু রাজা বলল, ‘আচ্ছা, যাক।’

তখন, দেশের লোক দলে দলে তৈরি হল রাজকুমারের সঙ্গে যাবে বলে। রাজা বলল, ‘আমি অনুচর দেব, ওরা তোমার সঙ্গে যাবে।’



রানি বলল, “আমি মণি-মাণিক্য দেব, সব নিয়ে যেও।”
রাজকুমার লোকজন, অনুচর, মণি, মানিক, কিছুই নিল না। শুধু নতুন
পোশাক পরল, নতুন তরোয়াল কোমরে বাঁধল, তারপর দেশভ্রমণে বেরোল।

যেতে-যেতে, যেতে-যেতে, কত দেশ, কত পাহাড়, কত নদী, কত রাজার
রাজ্য ছাড়িয়ে, রাজকুমার শেষে এক বনের মধ্যে এসে পড়ল। সেখানে
কোনো পাখির ডাক শোনা যায়না, কোনো বাঘ-ভাল্লুকের সাড়া নেই।



রাজকুমার চলতে থাকল।

চলতে, চলতে, অনেক দূর গিয়ে, রাজকুমার দেখল, বনের মধ্যে একটা রাজপুরী। অমন রাজপুরী রাজকুমার আর কখনো দেখেন নি! দেখে রাজকুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

রাজপুরীর বাইরের ফটকের চূড়া এতো উঁচু, যেন আকাশে ঠেকেছে। ফটকের দরজা সারা বন জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সেই ফটকে কোনো সেপাই নেই। সেখানে কোনো ঢোল-ডগর বাজে না।

রাজপুত্র আস্তে আস্তে সেই পুরীর মধ্যে গেল।

ভিতরে গিয়ে রাজপুত্র দেখল, সেই পুরী কী পরিষ্কার, ঝকঝক করছে,



যেন দুধ দিয়ে ধোয়া। কিন্তু তার মধ্যে কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। সমস্ত পুরী নিঃশব্দ, নিৰ্মম। পাতাটা পর্যন্ত পড়ে না, কুটোটা নড়ে না। রাজকুমার আশ্চর্য হয়ে গেল।

রাজপুত্র পুরীর চারিদিক ঘুরে দেখতে লাগল।

এক জায়গায় গিয়ে রাজপুত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখ, মস্ত বড়ো উঠোন। সেখানে কত হাতি, ঘোড়া, সেপাই, সৈন্য, দারোয়ান সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাজকুমার তাদের ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। কেউ তাঁর দিকে ফিরেও দেখল না।